গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

স্মারক নং: ৩৩.০২.৭২৪০.৫০১.০২.০০৫.১৯-৮১

তারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রি.

বিষয়: সজীব চন্দ্র ঘোষ, অফিস সহায়ক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সজীব চন্দ্র ঘোষ, অফিস সহায়ক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা এর বিরুদ্ধে জনাব তাহমিনা খাতুন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা একখানা অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। উক্ত অভিযোগপত্রটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

২৩/০৯/২০২১
তাহমিনা খাতুন
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
নেত্রকোনা

স্মারক নং: ৩৩.০২.৭২৪০.৫০১.০২.০০৫.১৯- ৮১/১(৬)

তারিখ: ২৩/০৯/২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
৪. সজীব চন্দ্র ঘোষ, অফিস সহায়ক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
৫. অফিস কপি।

২৩/০৯/২০২১
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।

Create By Ez Scanner

বরাবর
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নেত্রকোণা

বিষয়: সজীব চন্দ্র ঘোষ, অফিস সহায়ক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সজীব চন্দ্র ঘোষ, পিতা- মৃত নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, মাতা- লক্ষীরানী ঘোষ, গ্রাম- ঢেকিয়া, উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ; উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কলমাকান্দা, নেত্রকোনায় অফিস সহায়ক পদে কর্মরত। তিনি ২৩.০৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কক্ষে প্রবেশ করে মৎস্য অধিদপ্তরের ২০তম ফিডার পদে কর্মরত কর্মচারীদের পদোন্নতির লক্ষ্যে কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর চান। নিম্নস্বাক্ষরকারী বিধি মোতাবেক অনুমতিপত্রের সাথে আবশ্যক দলিলাদি সংযুক্তি সাপেক্ষে পেশ করতে বলেন। উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর ২০/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৩৩.০২.০০০০.১০৩.০১.০০৮.০৭-৩৪৮ নম্বর স্মারক মোতাবেক দপ্তর প্রধান কর্তৃক অনুমতিপত্র প্রদানের পূর্বে পদোন্নতির শর্তাবলীর (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত শর্তসমূহ যাচাই করার নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদটি শূণ্য থাকায় আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী তাকে অনুমতিপত্র প্রস্তুত করার জন্য বলি। প্রত্যুত্তরে তিনি জানান, "কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষা যদি আপনিই করেন তাহলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কেন পরীক্ষা করবে"। এসময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর কক্ষে অবস্থান করে উচ্চস্বরে ফোনালাপ করতে থাকলে সজ্ঞাতকারণে তাকে বাইরে গিয়ে কথা বলতে বললে তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে বলেন "ফোন আসলে আমি কি ফোনে কথা বলতে পারবো না এবং কেন আপনি (নিম্নস্বাক্ষরকারী) এ ধরণের কথা বলবেন"। তার এহেন আচরণ আমাকে চরমভাবে মর্মাহত করে।

উল্লেখিত ঘটনার পরও মৌখিক পরীক্ষার কাগজপত্রসহ অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করতে গেলে পদোন্নতিজনিত মৌখিক পরীক্ষার শর্তাবলীর (ঘ) তে উল্লেখিত সন্তোষজনক চাকরির সপক্ষে বর্ণিত কর্মচারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নপত্রে (সংযুক্ত) নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত নকল স্বাক্ষরের বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বলা হয় স্বাক্ষর জালিয়াতির বিষয়টি সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। এ কথা বলার পর তিনি রেগে যান এবং বলেন " আমি যদি পরীক্ষা দিতে না পারি তবে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করবো, আপনার মত এমন অফিসার নাই সারা বাংলাদেশে! এবং আপনি কিভাবে স্বাক্ষর না দিয়ে থাকবেন আমিও দেখে নিবো, হয় আমি এখানে থাকবো না হয় আপনি থাকবেন।" নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সাথে এহেন আচরণ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচারণ" হিসেবে গণ্য। বর্ণিত ঘটনার পুরো সময়ে জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, ক্ষেত্র সহকারী (ইউনিয় পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প) উপস্থিত ছিলেন। একজন ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীর এরূপ আচরণে আমি মানসিকভাবে আহত, বিপর্যস্ত। আমার পদমর্যাদা ও সম্মানের সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীর আচরণের সমন্বয় সাধন করতে না পেরে আমি হতাশ।

বর্ণিত কর্মচারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর জাল করে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেন যা দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৪৬৩ ধারা অনুযায়ী জালিয়াতির শামীল এবং ফৌজধারী অপরাধ। তার এহেন কার্যকলাপ অত্র দপ্তরের ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ; যা সরকারী গোপন আইন ১৯২৩ ধারা ৬ এর দফা (১) উপদফা এর (বি) ও (সি) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এমতাবস্থায়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আমাকে মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অনুকূল কর্মপরিবেশ প্রদানের বিনীত অনুরোধ করছি।

নিবেদক
২৬.০৯.২০২১
তাহমিনা খাতুন
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
কলমাকান্দা, নেত্রকোনা

Create By Ez Scanner